সমকাল

যেভাবে প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ হবে

পরীক্ষা

৯ ঘণ্টা আগে

প্রদীপ অধিকারী

অনেক ঘটন-অঘটনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে এসএসসি পরীক্ষা- ২০১৮; অধিকতর অঘটন সম্ভাবনা নিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে এইচএসসি-২০১৮। এসএসসিতে একদিকে ঘোষণা দিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস; অন্যদিকে পরীক্ষা কর্তৃপক্ষের অসহায়ত্ব, যেন লাঠি-বল্লম হাতে পিস্তল-বন্দুকধারী ডাকাত প্রতিহত করার মতো অসহায়ত্ব। পিস্তলধারী ডাকাত ঠেকানোর জন্য প্রয়োজন হবে মেশিন, পিস্তল বা গ্রেনেড ল্যান্সার, সোজা কথা উচ্চতর প্রযুক্তি। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকানো যাবে না, এ নিয়ে আগেও বিস্তর আলোচনা হয়েছে এবং এখন এটি প্রমাণিত। কারণ এই পদ্ধতির রয়েছে নানাবিধ পর্যায়, বিস্তর উপপর্যায়, প্রায় ত্রৈমাসিক কর্মযজ্ঞ, নূ্যনতম অর্ধশত প্রত্যক্ষ-জনসম্পৃক্ততা। প্রতিটি পর্যায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেই পাঠানের গল্পের মতো। এক পাঠান বাড়িতে চোর ধরেছে। সে চোরের পা শক্ত করে বেঁধে রেখে থানায় এসেছে পুলিশ ডাকতে। পুলিশ জিজ্ঞেস করেছে, চোর কোথায়? পাঠান বলছে, পা শক্ত করে বেঁধে ঘরে ফেলে রেখে এসেছি। পুলিশের দারোগা এসে বলল, পা বেঁধে রেখে এসেছ; কিন্তু হাত খোলা। ও হাত দিয়ে পায়ের বাঁধন খুলে পালিয়ে যাবে। পাঠান কিছুক্ষণ ভেবে-চিন্তে বলল, নেহি দারোগা সাহাব, হামভি পাঠান, ওভি পাঠান। অর্থাৎ আমিও পাঠান, চোরটাও পাঠান। আমার মাথায় যেহেতু এই বুদ্ধিটা আসেনি, ওর মাথায়ও আসবে না। প্রকৃতপক্ষে এমনি ধারণাভিত্তিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিটি পর্বেই। প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকরণ, ভুল সংশোধন, ছাপানো, প্যাকেটজাতকরণ, হাস্যকর সিলগালাকরণ, সপ্তাহখানেক আগে পরীক্ষা কেন্দ্রের নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে সংরক্ষণ, ঘণ্টাখানেক আগে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছানো ইত্যাদি প্রতিটি পর্বেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রশ্নপত্রের ডিজিটাল চোরদের হাত খোলা রেখে পা বেঁধে রাখার চেয়েও নিম্নমানের।

প্রাযুক্তিক উন্নতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত স্বল্প ব্যয়ে, সহজ কৌশলেই প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিরোধ করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন হবে একটি ডিজিটাল ডিভাইস, যাকে বলা যেতে পারে কোয়েশ্চেন ডিসপ্লেয়ার- সংক্ষেপে কিউডি।

গাঠনিক দিক : সাদা-কালো ডিসপ্লেতে, পিডিএফ রিডারের আকৃতিতে এটি হবে ডিজিটাল কোয়েশ্চেন পেপার। দেখতে মোবাইল ফোনের মতো হলেও এর মধ্যে ভয়েস কল, ভয়েস মেইল, এসএমএস, কোনো অডিও-ভিডি পাঠানো, গ্রহণ বা চালানোর কোনো ব্যবস্থাই এতে থাকবে না। এমনকি প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষার্থীর জন্য ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থারও কোনো প্রয়োজন নেই। তবে ডিভাইসটিতে ঘড়ি এবং ক্যালকুলেটর সংযোজিত থাকবে।

টাচ-স্ক্রিন ডিসপ্লেতে ডিভাইসটিতে নির্ভরযোগ্য ওয়াইফাই সংযোগের সুবিধা থাকবে, যা লোকাল নেটওয়ার্কে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করবে। পাশাপাশি প্রত্যেকটি ডিভাইস হবে এক একটি পূর্ণাঙ্গ রাউটার। এ ক্ষেত্রে ডিভাইসটিতে ব্লুটুথ টেকনোলজিও সংযোজন করা যেতে পারে।

শুধু একটি প্রশ্নপত্র ডাউনলোডের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার অধিক মেমোরির সংযোজন না করাই ভালো।

টানা তিন ঘণ্টা ডিসপ্লে সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় রিচার্জেবল ব্যাটারি সংযোজিত থাকতে হবে।

ব্যবহারিক দিক : প্রচলিত কোনো মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমকে কাস্টমাইজ করে বা সংক্ষিপ্ত কোনো জাভা অপারেটিং সিস্টেম ডেভেলপ করে ডিভাইসটিকে কর্মোপযোগী করে তোলা যাবে।

ডিভাইসটি পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর বা অন্য কোনো ইউনিক নম্বরের ভিত্তিতে কনফিগার করা থাকবে। ফলে পরীক্ষার সময়, কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ এবং সব পরীক্ষার্থীর কিউডি স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে নির্ভরযোগ্য শক্তিশালী লোকাল নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক যে কোনো সংখ্যক প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী বা কোনো প্রশ্নব্যাংক থেকে পরীক্ষার ৩০ মিনিট আগে, একটি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে, দৈবচয়ন পদ্ধতিতে মূল প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন এবং পরীক্ষার ২৫ মিনিট আগে প্রচলিত কোনো সুবিধাজনক প্রক্রিয়ায় কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কিউডিতে প্রেরণ করবেন। এর জন্য ই-মেইল, ভিপিএন, এটিএম যে কোনো সংযোগ ব্যবহার করা যেতে পারে। অধিকতর নিরাপত্তার জন্য তিনি প্রশ্নটি এনস্ক্রিপ্ট করে দিতে পারেন, যা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কিউডির মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর কিউডিতে পৌঁছে পরীক্ষার নির্ধারিত সময় ডিস্ক্রিপ্ট হবে, এমন ব্যবস্থাও করা যাবে।

কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কিউডিতে সিমকার্ড ইন্সটল করার ব্যবস্থা থাকবে। তিনি আগে উল্লিক্ষিত যে কোনো প্রক্রিয়ায় পরীক্ষার ২০ মিনিট আগে এন্সক্রিপ্ট করা প্রশ্নটি ডাউনলোড করবেন এবং কেন্দ্রের নির্ধারিত সীমায় অবস্থান করবেন। জরুরি প্রয়োজনে একটি প্রশ্নপত্র যা মোটামুটিভাবে ৫০০ কিলোবাইটের ফাইলটি প্রচলিত যে কোনো ডিভাইস দ্বারা ডাউনলোড করে কিউডিতে স্থানান্তর করতে পারবেন।

যেহেতু প্রত্যেকটি কিউডি এক-একটি রাউটার, ফলে প্রশ্ন দ্রুত প্রত্যেক কিউডিতে পৌঁছে যাবে। কোথাও কোনো অতিরিক্ত চাপ পড়বে না, যেহেতু একক কোর সার্ভারে লগইন করতে হবে না, লোকাল নেটওয়ার্কে কাজ হবে। ফলে কোনো নেটওয়ার্ক ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি হবে না।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রশ্ন এনস্ক্রিপশন প্রক্রিয়ায় পাসওয়ার্ডও ব্যবহার করতে পারেন। অবশ্য এর জন্য পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষকে পাসওয়ার্ড জানানোর বার্তা পাঠাতে হবে। বার্তাটিও কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কিউডির মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে যাবে।

কোনো পরীক্ষা কেন্দ্রের একাধিক সাব-সেন্টার থাকলে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ একাধিক কিউডি ব্যবহার করবেন।

প্রস্তাবনার সুবিধাগুলো : ডিজিটাল বাংলাদেশের পূর্বশর্ত, ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা এবং ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থার মূল স্তম্ভ ডিজিটাল পরীক্ষা পদ্ধতি। সহজ ও সস্তা কিউডি ডিভাইস পরীক্ষা ব্যবস্থায় ডিজিটাল যুগের সূচনা করবে; একই ডিভাইস একাধিক পরীক্ষার্থী একাধিক পরীক্ষায় ব্যবহার করতে পারবে। ফলে প্রশ্নপত্র ছাপা, পরিবহন, নিরাপত্তা ব্যয় হ্রাস পাবে। উপকরণ ও জনবল সাশ্রয় হবে; প্রশ্নপত্র থ্রিডি এবং অ্যানিমেটেড করা যাবে, যা সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়; নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে অটোস্ক্রল পদ্ধতি ব্যবহার করে বা সেট সংখ্যা বৃদ্ধি করে পরীক্ষার হলকেন্দ্রিক দুর্নীতি প্রতিরোধ করা যাবে। দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা অতীব প্রয়োজনীয় ও কার্যকর নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা প্রক্রিয়াটি টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে এবং এক পর্যায়ে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় পৃথক উত্তরপত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না; কিউডিকে পরিশীলনজাত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একই প্রক্রিয়ায় ই-বুক রিডারে রূপান্তর করা যেতে পারে; সর্বোপরি প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ হবে, পরীক্ষায় জনসাধারণের আস্থা ফিরে আসবে।

প্রস্তাবনার অসুবিধাজনক দিক :বিশাল সংখ্যক ডিভাইস তৈরি ও সংরক্ষণ। প্রযুক্তির বর্তমান প্রেক্ষাপট এই জাতীয় চাহিদা মোতাবেক কিউডি প্রস্তুত সহজ এবং সস্তা; প্রশ্নপত্র ছাপানো ও সরবরাহ ব্যয়ের বিবেচনায় সাশ্রয়ী হলেও সংরক্ষণ অপেক্ষাকৃত কঠিন। কে সংরক্ষণ করবে? পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না শিক্ষার্থী। সার্বিক বিবেচনায় শিক্ষার্থী কর্তৃক সংরক্ষণ অধিক গ্রহণযোগ্য। পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র পাওয়ার পর তার কিউডি কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ এবং অন্য পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে সংযোগ প্রক্রিয়া কনফিগার করে নিতে হবে। পরবর্তী অসুবিধাজনক দিক হচ্ছে, কিউডিগুলোর চার্জ ঠিক রাখা। পরীক্ষার্থী কিউডি চার্জ করে আনবে ঠিকই, তবে জরুরি প্রয়োজনে পরীক্ষার হলে চার্জের ব্যবস্থা থাকতে হবে। কেন্দ্রে বিদ্যুৎ না থাকলে সে ক্ষেত্রে আইপিএস বা জেনারেটর ব্যবহার করতে হবে; পরীক্ষা কেন্দ্র যোগাযোগ নেটওয়ার্কের বাইরে অবস্থিত হলে, কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ একটি প্রশ্নপত্র প্রায় ৫০০ কিলোবাইটের একটি ফাইল যে কোনো আইএসপির নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ফাইলটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।

সার্বিক মূল্যায়নে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলেই পরীক্ষার বহুমাত্রিক দুর্নীতি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। যেমন- উত্তরপত্রকেন্দ্রিক দুর্নীতি, নম্বর ফর্দকেন্দ্রিক দুর্নীতি, পরীক্ষার্থীকেন্দ্রিক দুর্নীতি।

পরীক্ষায় দুর্নীতির সবচেয়ে বড় খাতটি ছিল উত্তরপত্রকেন্দ্রিক দুর্নীতি। এ খাতে জড়িত ছিল বিশাল সংখ্যক পরীক্ষক, মুখ্যত প্রধান পরীক্ষক, তার সঙ্গে পেশাগতভাবে সম্পৃক্ত ছিল এক বিশাল দালাল গোষ্ঠী। তারা উত্তরপত্র থেকে পরীক্ষার্থীর নাম, কেন্দ্রের নামের তালিকা তৈরি করে বেরিয়ে পড়ত, পরীক্ষার্থী ধরে আনত, খাতায় লেখাত, ফেল করিয়ে দেওয়ার ভয় দেখাত, টাকা আদায় করত। ওএমআর প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এ দুর্নীতির কবর রচিত হয়েছে। তেমনিভাবে ফলাফল তৈরিতে কম্পিউটার ব্যবহার করায় নম্বর ফর্দ তৈরিকেন্দ্রিক দুর্নীতি বন্ধ হয়েছে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে প্রতিরোধ হয়েছে যাযাবর পরীক্ষার্থী। ঠিক তেমনিভাবে কোনো টেকসই প্রযুক্তি ছাড়া প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিরোধের প্রত্যাশা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে বসে হিমশৈলীর পরশ খোঁজার শামিল। গত এক দশকে একদিকে বাংলাদেশের বৈষয়িক উন্নতি হয়েছে কল্পনাতীত; অন্যদিকে নদীগুলোর মতো শুকিয়ে খাক হয়ে গেছে নৈতিকতা। একদিকে প্রাযুক্তিক উৎকর্ষতা; অন্যদিকে নৈতিকতার মহাদুর্যোগ। এরই মাঝে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নদী দখলের মতো বেদখল হয়ে গেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সূক্ষ্ম বিবেচনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ প্রকৃত শিক্ষকদের হাতে নেই, এ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে স্বার্থান্বেষী-ধান্ধাবাজরা। এমনি জটিল প্রেক্ষাপটে কিউডি ডিভাইসের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস দুর্নীতি চূড়ান্তভাবে প্রতিরোধ হবে। তবে একটি নতুন ডিভাইসের সার্বিক দিক, এর হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার নিয়ে আলোচনার জন্য প্রয়োজন বিস্তৃত পরিসর।

শিক্ষক
prodipadhikary@gmail.com

© সমকাল 2005 - 2017
সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ
১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬, বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com